ইসরায়েল ও প্রোপাগান্ডার রাজনীতি

Inspired by Ten Myths About Israel by Ilan Pappé

ইসরায়েল ও প্রোপাগান্ডার রাজনীতি

মূল : ইলান পাপে ও অন্যান্য
অনুবাদ ও সম্পাদনা : আবু বকর সিদ্দীক

নতুন প্রজন্মের প্রকাশনা
ইন্তিফাদা বুকস

ইসরায়েল ও প্রোপাগান্ডার রাজনীতি
মূল : ইলান পাপে ও অন্যান্য
অনুবাদ ও সংকলন : আবু বকর সিদ্দীক
প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০২৪
স্বত্ব
অনুবাদক
প্রচ্ছদ
তায়িফ আদনান
বানান সমন্বয় ও বিন্যাস
আবু তাইমিয়া
প্রকাশক
আবদুর রহমান আদ-দাখিল
প্রকাশনা
ইন্তিফাদা বুকস
পরিবেশনা
ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স
বিক্রয়কেন্দ্র : দোকান নং ২১, কওমি মার্কেট (১ম তলা)
৬৫/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
✆ ০১৭৬৮ ৮৬ ৪৪ ২৮
অফিস : ৩১৩/১৭/১২, উত্তর সানারপাড়, সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬১
✆ ০১৭৮৯ ৮৫ ৪৬ ০২
অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com – wafilife.com
আইএসবিএন
৯৭৮-৯৮৪-৯৭৫৩২-৯-২

মুদ্রিত মূল্য
৬৮০৳ মাত্র

অর্পণ

জীবনযুদ্ধে অন্যতম অনুপ্রেরণা
ফাদি আবু সালাহ্-কে

তোমাকে দেখার আগে
জানা ছিল না—
মানুষের পা কেড়ে নিলে
তার পিঠে গজায় ডানা,
আর হাঁটতে বাধা দিলে
মানুষ শিখে যায় উড়তে।...
হে ফাদি আবু সালাহ্
হে পাথর ছোড়া আবাবিল
তাই আজ ওরা কেড়ে নিলো তোমার জীবন।
আহা, জান্নাতের সবুজ পাখি
তোমাকে দেখার আগে জানা ছিল না
পাহীন মানুষের পিঠে গজায় এমন উড়াল ডানা।...

(লতিফুল ইসলাম শিবলী)

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা—৯
মুখবন্ধ—১২
পরিচয় পর্ব—১৫
প্রথম অধ্যায় - ফিলিস্তিন ছিল জনমানবহীন এক ভূখণ্ড—২১
দ্বিতীয় অধ্যায় - ইহুদিরা ছিল বাস্তুহারা এক সম্প্রদায়—৩২
তৃতীয় অধ্যায় - 'জায়নবাদ'ই ইহুদিধর্ম—৫০
চতুর্থ অধ্যায় - জায়নবাদ উপনিবেশবাদ নয়—৮০
পঞ্চম অধ্যায় - ফিলিস্তিনিরা ১৯৪৮ সালে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের জন্মভূমি ত্যাগ করেছিল—১০০
ষষ্ঠ অধ্যায় - জুন ১৯৬৭ সালের যুদ্ধটি ছিলো অনন্যোপায় এক যুদ্ধ—১৩৬
সপ্তম অধ্যায় - ইসরায়েলই মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র—১৫৪
অষ্টম অধ্যায় - অসলো শান্তিচুক্তি—১৭৫
নবম অধ্যায় - হামাস, গাযা থেকে ইসরায়েলি বসতি প্রত্যাহার এবং ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামূলক অভিযান—১৯২
দশম অধ্যায় - দ্বি-রাষ্ট্র নীতিই ভবিষ্যতে ফিলিস্তিনের একমাত্র সমাধান—২২২
উপসংহার - ইসরায়েল : একবিংশ শতাব্দীর সেটলার কলোনিয়াল স্টেট—২২৬
পরিশিষ্ট : ১ - ফিলিস্তিন : ঐতিহাসিক সময়সূচি—২৩০
পরিশিষ্ট : ২ - ইসরায়েল বনাম আরব-ইসরায়েল : টিকে থাকার যত যুদ্ধ—৩৪৪
পরিশিষ্ট : ৩ - আরব-ফিলিস্তিন বনাম ইসরায়েল : বিশ্বাস ও বিশ্বাসঘাতকতার উপাখ্যান—৩৭১
পরিশিষ্ট : ৪ - তুফানুল আকসা : আল-আকসা মুক্তির প্রথম সোপান—৩৯৭
সহায়ক গ্রন্থাবলি—৪০৪

প্রকাশকের কথা

বর্তমান ও বিগত শতাব্দীতে মুসলমানদের জাতীয় সংকট নিয়ে যেকোনো আলোচনায় প্রথমেই ফিলিস্তিনের নাম আসে। এটি একটি বৈশ্বিক ইস্যু হলেও বিশ্বনেতাদের মঞ্চে এটি সর্বদাই উপেক্ষিত হয়েছে। বরং সংকট নিরসনের নামে একপেশে রাজনীতি ও পক্ষপাতদুষ্ট হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বারংবার একে তারা আরও জটিল ও গোলমেলে করেছে। ফিলিস্তিন ইস্যু মানবাধিকার ও জেনেভা আইনের ধ্বজাধারী পশ্চিমা নেতাদের কপটতার সকল মুখোশ খুলে দিয়েছে বারবার। ফিলিস্তিন ধারাবাহিকভাবেই প্রমাণ করেছে এসব তথাকথিত আইন কতটা একপেশে ও পক্ষপাতদুষ্ট। এ ছাড়াও ফিলিস্তিন ইস্যু মুসলিমদের মধ্যেও ঈমান ও নিফাকের শিবিরকে পৃথক করেছে।

বক্ষমাণ বইটির নাম *ইসরায়েল ও প্রোপাগান্ডার রাজনীতি*। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে, এটা ইসরায়েল-ফিলিস্তিন বিষয়ক গতানুগতিক বইগুলোর চেয়ে ব্যতিক্রম কিছু, এবং বাস্তবেও তাই। ঐতিহাসিক ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে অবৈধ ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে বিশ্বব্যাপী বৈধতা দিতে যে চিন্তাগত, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক বয়ান উৎপাদন করা হয়েছিল, এবং যার পুরোটাই নিরেট প্রোপাগান্ডামূলক ও জ্বলজ্যান্ত ইতিহাসকে বিকৃত করে তৈরী—ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণ ও দলিল-দস্তাবেজের আলোকেই সেসব প্রোপাগান্ডাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে এই বইয়ে। বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, এই কাজটি করেছেন একজন ইহুদি প্রফেসর। ইসরায়েলি ইহুদিদের মানবতাবিরোধী অপরাধ, অবৈধ দখলদারিত্ব ও নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যে কয়েকজন পরিচিত ইহুদি ব্যক্তিবর্গের সরব উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো, ইলান পাপে তাদের অন্যতম। এই তালিকায় প্রফেসর স্লোমো স্যান্ড ও নরম্যান নরম্যান ফিঙ্কেলস্টাইনও রয়েছেন, যাদের বই ইতঃপূর্বে আমরা প্রকাশ করেছি।

১৯৫৪ সালে হাইফায় জন্ম নেওয়া ইলান পাপে একজন ইসরায়েলি ইতিহাসবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সাবেক রাজনীতিবিদ। জেরুসালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করেছেন। তার পিএইচডি থিসিস ছিল ব্রিটেন ও আরব-ইসরায়েল সংঘাত। বর্তমানেও তার কাজের ক্ষেত্র মূলত এটাই। বর্তমানে তিনি যুক্তরাজ্যের এক্সেটার ইউনিভার্সিটির কলেজ অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের অধ্যাপক এবং ইউরোপিয়ান সেন্টার ফর প্যালেস্টাইন স্টাডিজের পরিচালক হিসেবে কর্মরত। ইসরায়েলের রাজনৈতিক বয়ানকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য তিনি দেশটিতে ব্যাপক জনরোষের মুখে পড়েন। এই ইস্যুতেই তাকে যুক্তরাজ্যে নির্বাসিত জীবন যাপন করতে হচ্ছে। তাকে একাধিকবার হত্যার হুমকিও দেওয়া হয়েছে। ফিলিস্তিনের ইতিহাসের নতুন বয়ানের জন্য ইসরায়েলে তাকে 'নয়া ইতিহাসবিদ' বলে কক্ষাট করা হয়।

বলাবাহুল্য, বর্তমান পৃথিবীতে যুদ্ধ যতটা না মাঠে-ময়দানে হয়, তারচেয়ে অনেক বেশি হয় চিন্তার জায়গায়। আর এই যুদ্ধের অন্যতম হাতিয়ারের নাম প্রোপাগান্ডা। ইসরায়েল এই যুদ্ধে বেশ পাকাপোক্ত অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। ইসরায়েলের সেই শক্তিশালী প্রোপাগান্ডা-দুর্গ চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে এই বইয়ের ভূমিকা জ্ঞানী মহলে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়ে আসছে প্রকাশের পর থেকেই।

পাঠকের সুবিধার্থে আমরা মূল বইয়ের সাথে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের একটি ঐতিহাসিক টাইমলাইন অর্থাৎ সময়সূচি সংযোজন করেছি। এই সময়সূচিতে সংঘাতেরও আগে থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো—একেবারে সংক্ষেপ নয়, আবার বিস্তারিতও নয় এমনভাবে—লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়াও আরও কিছু জরুরি বিষয় নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিশিষ্ট যোগ করা হয়েছে।

আশা করছি, বইটি বাংলাদেশের পাঠককে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের অন্য এক ভুবনের সাথে পরিচিত করিয়ে দেবে। বিশেষত যুদ্ধের এই অদৃশ্য ময়দানের সাথে পরিচিত হওয়া বাংলাদেশের মুসলিমদের জন্য অনেক বেশি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কারণ, ঠিক একই কায়দার একটা অদৃশ্য যুদ্ধ আমাদের চারপাশে ঘিরে ঘনিভূত হচ্ছে বহুদিন ধরেই!

একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বইটি প্রকাশ পাচ্ছে। ইসরায়েলের উপর হামাস ও ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের আক্রমণের প্রায় বছর হতে চলছে। ইসরায়েল ইতঃপূর্বে কখনো এত দীর্ঘ যুদ্ধে জড়ায়নি এবং এত অধিক হতাহতের শিকার হয়নি। এই যুদ্ধের মাধ্যমে ইসরায়েলের যে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, তা-ই তাকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিতে

ভূমিকা রাখবে। অবশ্য এজন্য প্রিয় ফিলিস্তিনকে রক্তের যে নজরানা পেশ করতে হচ্ছে, তাও অতুলনীয়। এই কালো রাতের অবসান হয়ে শীঘ্রই বিজয়ের সূর্য উদিত হোক, এই দোয়া করি।

পরিশেষে বলতে চাই, বইটি পড়ে উপকৃত হলে অনলাইনে এবং অফলাইনে পরিচিতজনদের নিকট অভিব্যক্তি শেয়ার করতে ভুলবেন না। বইটিকে আলোর মুখ দেখাতে এ পর্যন্ত নানা স্তরে যারা এর সাথে জড়িত ছিলেন, তাদের সবাইকে এবং বিশেষ করে প্রিয় পাঠক আপনাকে অগ্রীম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বিনীত—
আবদুর রহমান আদ-দাখিল
ডেমরা, ঢাকা।
২৭/৭/২৪

মুখবন্ধ

ইসরায়েল এমন এক 'নিপীড়ক', যে সফলতমভাবে নিজেকে ভুক্তভোগী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। উড়ে এসে জুড়ে বসা এক জনগোষ্ঠী প্রকৃত ভূমিপুত্রদের উচ্ছেদ করে বনে গিয়েছে ভূমির আসল মালিক। চরম বর্ণবাদী এক মতবাদকে ধর্মের সমকক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, যার বিন্দুমাত্র সমালোচনাও ব্লাসফেমি। এমনটা করা মাত্রই সমালোচনাকারীর ক্যারিয়ারের তাৎক্ষণিক সমাপ্তি নিশ্চিত করা হয়। বৈষম্যের সকল মাত্রা অতিক্রম করা সমাজব্যবস্থাকে বিশ্বে পরিচিত করা হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র গণতন্ত্র হিসেবে। তাদের সন্ত্রাসের প্রতিরোধ করা ব্যক্তিরা বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পায় সন্ত্রাসী হিসেবে। কিন্তু কোন জাদুবলে তারা এসব আষাঢ়ে গল্পকে চিরন্তন সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল? উত্তর হচ্ছে, 'প্রোপাগান্ডা'। ইলান পাপে এসব আষাঢ়ে গল্পগুলোকেই মিথ (Myth) তথা পুরাকথা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন হলো, প্রোপাগান্ডা বলতে কী বোঝায় এবং আদৌ কী প্রোপাগান্ডা এতটা জাদুকরি কিছু? প্রোপাগান্ডার কিছু একাডেমিক সংজ্ঞা আমাদের বিষয়টি অনুধাবন করতে সহায়তা করবে। মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এমিরেটাস অধ্যাপক ক্রস স্মিথের মতে, 'প্রোপাগান্ডা হলো একটি পরিকল্পিত প্রচেষ্টা, যা জনগণের বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার-আচরণকে যেকোনো উপায়ে বদলে নিজেদের পক্ষে আনতে সচেষ্ট হয়।' দর্শনের প্রফেসর র‍্যান্ডাল মার্লিন প্রোপাগাণ্ডার সংজ্ঞায়নে বলেন, 'প্রোপাগান্ডা হলো যোগাযোগের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক শ্রোতার (বা দর্শক/পাঠকের) বিশ্বাস-আচরণকে প্রভাবিত করা বা (কোনো) আচরণ (এমন উপায়ে) বদ্ধমূল করে দেওয়া, যা ব্যক্তির যথাযথভাবে অবহিত, যুক্তিসংগত, চিন্তাশীল সিদ্ধান্তকে বোকা বানায় বা দমন করে।'[১]

প্রোপাগান্ডার প্রভাব বুঝতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ দেওয়া যায়, যে কিনা বিশ্বের একমাত্র সুপারপাওয়ার, যার সমকক্ষ সে নিজেই। অথচ স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর যুক্তরাষ্ট্র কেবল আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রবিহীন বিভিন্ন দল ও রাষ্ট্রের সাথে

১. বই : প্রোপাগান্ডা, লেখক : সাজিদ হাসান, প্রকাশনী : সন্দীপন প্রকাশন লিমিটেড

বিবাদে জড়ালেও সব ক্ষেত্রে তাদের অর্জন শূন্য। সোমালিয়া থেকে তাদের লেজ গুটিয়ে পালাতে হয়েছে, ইরাকে তারা ব্যর্থ হয়েছে। হাইতি, যুগোস্লাভিয়া, লিবিয়া, সিরিয়া—কোথাও তারা সফলতার মুখ দেখেনি। সবশেষে আফগানিস্তানে নিজেদের ইতিহাসের দীর্ঘতম যুদ্ধে তাদের সামরিক ও রাজনৈতিক পরাজয় ঘটেছে। তারপরও কিন্তু কেউ বলে না যে যুক্তরাষ্ট্র একটা 'কাগুজে বাঘ' ইত্যাদি। কারণ, আফগানিস্তান থেকে সবকিছু গুটিয়ে নেওয়ার পরপরই বৈশ্বিক প্রচারমাধ্যম এগিয়ে এসেছে মার্কিনীদের উদ্ধার করতে। মিডিয়াগুলো মার্কিন পরাজয়ের বিষয়টি আলোচনা থেকে বেমালুম সরিয়ে দিয়েছে এবং এর পরিবর্তে তালিবান কত নৃশংস, তারা কতটা নারীবিদ্বেষী—দিনরাত এসব প্রোপাগান্ডাই অব্যাহত রেখেছে। প্রোপাগান্ডার শক্তিতেই তারা বিশ্বের একমাত্র সুপারপাওয়ার!

***

ইসরায়েল ও প্রোপাগান্ডার রাজনীতি বইটিকে ইসরায়েলি ইতিহাসবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সাবেক রাজনীতিবিদ ইলান পাপে (Ilan Pappé) রচিত Ten Myths about Israel বইটির সম্প্রসারিত অনুবাদ বলা যেতে পারে। Ten Myths about Israel বইটি একাডেমিক ধাঁচের হওয়ায় লেখক রেফারেন্স টানতে কার্পণ্য না করলেও মূল বইয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কিছুটা অপ্রতুল। লেখকের পটভূমি থেকে এটা যথার্থ হলেও বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকার সুবিধার্থে '*ইসরায়েল ও প্রোপাগাণ্ডার রাজনীতি*' বইটিতে লেখকের রেফারেন্সগুলোর অনুবাদ মূল পাঠে সংযুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি লেখক যেসব বইপত্রের সহায়তা নিয়েছেন এবং একই জনরার একাধিক বইয়ের প্রাসঙ্গিক অংশ রেফারেন্স সমেত সংযোজন করা হয়েছে। এর সাথে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংকট এবং সামগ্রিক ঘটানাবলির ধারাবাহিকতা উপলব্ধি করতে বইয়ে পরিশিষ্ট হিসেবে বিস্তারিত টাইমলাইন যোগ করা হয়েছে। এই কাজে আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে ভাগ্নে আরিফুল ইসলাম (এমবিবিএস, চতুর্থ বর্ষ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ)। পাশাপাশি এযাবৎকাল পর্যন্ত সংঘটিত আরব-ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন- ইসরায়েল যুদ্ধসমূহকে একই মলাটে এনে দিয়েছেন সাইফুদ্দিন আহমেদ (কম্পিউটার সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)। কীভাবে শান্তিচুক্তির মোড়কে একের পর এক গোলামির জিঞ্জির পড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সবশেষ তুফানুল আকসার বিভিন্ন দিক নিয়ে পাঠক নন্দিত অনুবাদক রাকিবুল হাসানের (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) গুরুত্বপূর্ণ দুটি নিবন্ধ সংযুক্ত করা হয়েছে।

বইটি প্রকাশনায় যাদের চিন্তা ও পরিশ্রম ব্যয় হয়েছে, তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। সবশেষে প্রত্যাশা থাকবে বইটি সর্বমহলে সমাদৃত হোক এবং পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করুক, যেন এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ভবিষ্যতে আরও ভালো ভালো কাজ উপহার দিতে পারি।

বিনীত—
আবু বকর সিদ্দিক
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ
ম-৫৬

পরিচয় পর্ব

"ক্ষমতাসীনরা কেন 'ইতিহাস' ভয় পায়? কারণ, তাদের জুলুম ছাড়িয়ে, প্রত্যাশা ও ব্যাপক উদ্দীপনার দাবি জানানো দুর্দশা ও বিদ্রুপ ছাড়িয়ে তারা দেখে ও জানে যে, 'ইতিহাস' সর্বদাই স্বাধীনতা ও ন্যায়ের পক্ষে ছিল এবং আছে। তাদের পূর্বসূরিদের ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছিল। অন্ততপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে এই লড়াই তুলনামূলক 'দীর্ঘ বিপ্লব'-এর রূপ নিয়েছে, যার রাজনৈতিক চেতনায় রয়েছে মুক্তি, সাম্য ও গণতন্ত্রের দাবি।"

—রেমন্ড উইলিয়ামস, ওয়েলশ লেখক ও সমালোচক

প্রতিটি সংঘাতের মূলেই একটি ইতিহাস থাকে। ইতিহাসের প্রকৃত ও নিরপেক্ষ উপলব্ধিই পারে শান্তির পথকে সুগম করতে। পক্ষান্তরে ইতিহাসের বিকৃতি কিংবা হেরফের কেবলমাত্র বিপর্যয়ই সৃষ্টি করে। ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত আমাদের পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে ঐতিহাসিক মিথ্যাচার ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে পারে—এমনকি সেই মিথ্যাচার অতি সাম্প্রতিক কালের হলেও। ইতিহাসের এই ইচ্ছাকৃত ভুলপাঠ নিপীড়নের সূচনা ঘটায় এবং ঔপনিবেশিক দখলদারিত্ব টিকিয়ে রাখে। তাই ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে প্রোপাগান্ডার প্রচার আজও চলমান। এটি কোনো আশ্চর্যজনক বিষয় নয়। এসব প্রোপাগান্ডা সংঘাত জিইয়ে রাখে এবং ভবিষ্যত সমাধানের সকল পথকে রুদ্ধ করে দেয়।

ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংক্রান্ত অতীত ও বর্তমানের বানোয়াট প্রচারণা ও মিথ্যাচার আমাদের এই সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছতে বাধা দেয়। পাশাপাশি চলমান হত্যাকাণ্ড ও সহিংসতার ভুক্তভোগীদের বিরুদ্ধেই এসব সংশ্লিষ্ট ঘটনাসমূহ দিয়ে নিরন্তর অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। তা হলে এই পরিস্থিতিতে আমাদের কী করণীয়?

এই বিতর্কিত ভূখণ্ডে ইসরায়েল নামক রাষ্ট্রের যাত্রা নিয়ে জায়নবাদী ঐতিহাসিকদের বর্ণনা নির্মিত হয়েছে একগুচ্ছ বানোয়াট কাহিনির ওপর ভিত্তি করে। (ফিলিস্তিনকে বিতর্কিত ভূখণ্ড বলার কারণ হচ্ছে একেশ্বরবাদী প্রধান তিনটি ধর্ম তথা ইহুদি, খৃষ্টান ও মুসলিমদের প্রত্যেকেই একে নিজেদের বলে দাবি করে। বলাবাহুল্য যে, এই তিন ধর্মের সাথেই ফিলিস্তিননের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। কথিত আছে, ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে দাউদ আ.-এর নেতৃত্বে ইহুদিরা ফিলিস্তিন বিজয় করে এই নগরী শাসন শুরু করেন। নবিপুত্র সুলাইমান আ. এই রাজ্যকে আরও বিস্তৃত ও সুসংহত করেছিলেন। অপরদিকে হজরত ইসা আ.-এর জন্মই হয়েছে ফিলিস্তিনে, ফলে এই শহরের সাথে খৃষ্টানদের আধ্যাত্মিক সম্পর্কও জড়িত। আর সর্বশেষ মুসলিমদের নিকট ফিলিস্তিন একটি পুন্যভূমি। এখানে রয়েছে শেষ নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজ গমনের পবিত্র স্মৃতি, কুরআনে যে ভূমিকে বলা হয়েছে বরকতময় ভূখণ্ড। ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে এই শহরে মুসলিম বিজয়ের ঝাণ্ডা উড্ডীন হয় এবং তখন থেকে নিয়ে ক্রুসেড যুদ্ধের কিছু সময় বাদে এই ভূমি মুসলিমদের হাতেই ছিল।) এসব বানোয়াট কাহিনী এই ভূখণ্ডের ওপর ফিলিস্তিনিদের নৈতিক অধিকারই প্রশ্নবিদ্ধ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূলধারার পশ্চিমা মিডিয়া ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এই বানোয়াট কাহিনীগুলোকে ধ্রুব সত্য মনে করে। এর ওপর ভিত্তি করেই তার বিগত ষাট বছর বা তারও বেশি সময় ধরে চলতে থাকা সকল ইসরায়েলি নিপীড়নকে ন্যায্য প্রমাণ করতে লেগে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব অপপ্রচারের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি প্রদানই ইসরায়েল রাষ্ট্রের সূচনালগ্ন থেকে চলে আসা সংঘাতে পশ্চিমা সরকারগুলোকে কোনো অর্থবহ হস্তক্ষেপে বাধা দিয়ে আসছে।

বক্ষমাণ বইতে জনমনে অকাট্য সত্য হিসেবে উপস্থাপিত এসব অপপ্রচার তথা প্রোপাগান্ডাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। আমার দৃষ্টিতে বিকৃত ও মনগড়া এসব প্রোপাগান্ডা ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করা সম্ভব এবং অবশ্যই তা খণ্ডন করা উচিত। প্রচলিত ধারণা ও ঐতিহাসিক বাস্তবতা পাশাপাশি উপস্থাপন করে বইয়ের বর্ণনা এগিয়ে গেছে। প্রতিটি অধ্যায়ে একেকটি প্রোপাগান্ডাকে সত্যের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে সর্বশেষ ঐতিহাসিক গবেষণার আলোকে সেগুলোর অসারতা তুলে ধরা হয়েছে।

বক্ষমাণ বইয়ে এমন দশটি ভিত্তিমূলক প্রোপাগান্ডা আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলো ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের সাথে গভীরভাবে জড়িত এবং সংশ্লিষ্ট

বিষয়ে জানাশোনা আছে এমন সকলের নিকট প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। প্রতিটি প্রোপাগান্ডা ও তার জবাব কালক্রমিক ধারাবাহিকতায় বর্ণনা করা হয়েছে (chronological order)।

প্রথম অধ্যায়ে জায়নবাদ উত্থানের প্রাক্কালে উনিশ শতকের শেষ সময়ের ফিলিস্তিনকে চিত্রিত করা হয়েছে। এখানে আলোচ্য প্রোপাগান্ডাটি হল : ফিলিস্তিনকে একটি জনশূন্য, শুষ্ক ও মরুভূমি হিসেবে চিত্রিত করা, যা কিনা অভিবাসী জায়নবাদীদের দ্বারা আবাদ হয়েছে। কিন্তু এর খণ্ডনে পূর্ব-বিরাজমান এবং সমৃদ্ধ একটি সমাজের চিত্র ফুটে ওঠে, যা সেসময় ত্বরিতগতিতে আধুনিকীকরণ ও জাতীয়করণের মধ্য দিয়ে গমন করছিল।

'ফিলিস্তিন একদা জনমানবহীন ভূখণ্ড ছিল' (a land without people)—এই দাবির সাথে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত 'ভূমিহীন জনগোষ্ঠী' (people without a land) প্রোপাগান্ডার যোগসূত্র রয়েছে। ইহুদিরা কি আসলেই ফিলিস্তিনের আদি বাসিন্দা? এবং এজন্য কি তারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য সামগ্রিকভাবে সমর্থন পাওয়ার অধিকার রাখে? এই গল্পে জোর দিয়ে বলা হয়, ১৮৮২ সালে ফিলিস্তিনে আগত ইহুদিরা ৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমানদের দ্বারা বহিষ্কৃত ইহুদীদের বংশধর ছিল। কিন্তু এই প্রোপাগান্ডার জবাব বংশবৃত্তান্তিক সংযোগকে (genealogical connection) প্রশ্নবিদ্ধ করে। একটি গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, রোমান ফিলিস্তিনের ইহুদিরা সেখানেই থেকে গিয়েছিল এবং তারা প্রথমে খ্রিস্টান ও পরবর্তী সময়ে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। এই দখলদার ইহুদিরা তাহলে কোথা থেকে এসেছে—সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হয়, নবম শতাব্দীতে ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত খাজার কিংবা হাজার বছর ধরে তৈরি কোনো মিশ্র জাতি থেকেও তারা আসতে পারে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, জায়নবাদের উত্থানের পূর্বে ইহুদি সম্প্রদায় ও ফিলিস্তিনের মাঝে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সংযোগ থাকলেও কোনো রাজনৈতিক যোগসূত্র ছিল না। জায়নবাদের উত্থানের পূর্বে ষোড়শ শতাব্দী অবধি ইহুদিদের প্রত্যাবর্তন ও রাষ্ট্র নির্মাণের বিষয়টি ছিল একটি খ্রিস্টান প্রকল্প। পরবর্তী সময়ে এটি প্রোটেস্ট্যান্ট প্রকল্পে (মূলত অ্যাংলিকান) রূপ নেয়।

জায়নবাদকে ইহুদীবাদের সমকক্ষ জ্ঞান করার দাবিটি তৃতীয় অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে (যাতে জায়নবাদ বিরোধিতাকে এন্টি-সেমিটিজম হিসেবে উপস্থাপন করা যায়)। জায়নবাদের প্রতি ইহুদিদের মনোভাব ও জায়নবাদ কর্তৃক প্রথমত

ঔপনিবেশিক স্বার্থে এবং পরবর্তী সময়ে কৌশলগত স্বার্থে ইহুদি ধর্মের অপব্যাখ্যার ঐতিহাসিক মূল্যায়নের মাধ্যমে এই দাবি খণ্ডন করা হয়েছে।

'উপনিবেশবাদ ও জায়নবাদের মধ্যে কোনো সংযোগ নেই'—এই মিথ্যাচার চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। ইসরায়েলের বক্তব্য অনুসারে, জায়নবাদ একটি উদারপন্থী জাতীয় মুক্তি আন্দোলন (liberal national liberation movement)। কিন্তু প্রকৃত সত্য এই দাবির বিপরীতে জায়নবাদকে দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার সাক্ষী হওয়া দখলদার ঔপনিবেশিক প্রকল্পের অনুরূপ একটি উপনিবেশবাদী আন্দোলন হিসেবে উপস্থাপন করে। এই প্রোপাগান্ডার জবাব প্রথমত জায়নবাদের বিরুদ্ধে এবং পরবর্তী সময়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধকে মূল্যায়ন করে। ইসরায়েলকে যদি কেবলমাত্র নিজেদের প্রতিরক্ষাকারী কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করা হয়, তাহলে পিএলও-এর মতো ফিলিস্তিনি সংস্থাগুলো পরিচিতি পায় সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে। কিন্তু তাদের লড়াই যদি কোনো ঔপনিবেশিক প্রকল্পের বিরুদ্ধে হয়, তবে তাদের চিত্রায়িত করা হবে উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলন হিসেবে। ফলে তাদের সম্পর্কে বিশ্ববাসীর সামনে ইসরায়েল ও তার সমর্থকদের তুলে ধরা চিত্র এবং তাদের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি পুরোপুরি বিপরীত হয়ে যাবে।

পঞ্চম অধ্যায়ে ১৯৪৮ সালের প্রথম আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ নিয়ে ইসরায়েলের অপপ্রচারের জবাব দেওয়া হয়েছে। ফিলিস্তিনিদের স্বতঃস্ফূর্ত দেশত্যাগের বিষয়ে ইসরায়েলি প্রোপাগান্ডার খণ্ডনই এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু। পাশাপাশি, প্রথম আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য প্রোপাগান্ডা নিয়েও এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

'১৯৬৭ সালের তৃতীয় আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ ইসরায়েলের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের জন্য এটি ছিল অনন্যোপায় এক যুদ্ধ'—এই প্রোপাগান্ডা নিয়ে ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সত্য হল, এই যুদ্ধটি ছিল ফিলিস্তিন সম্পূর্ণভাবে দখল করার অতীত পরিকল্পনারই অংশ। ১৯৪৮ সালে প্রথম আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সময় ইসরায়েলের এই উদ্দেশ্য অনেকাংশেই বাস্তবায়িত হয়েছিল। ১৯৪৮ সাল থেকেই পশ্চিম তীর ও গাযা উপত্যকা দখলে নেওয়ার পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল। এরপর ১৯৬৭ সালের জুন মাসে মিশরের বেপরোয়া সিদ্ধান্তের বদৌলতে ঐতিহাসিক সেই সুযোগ লাভের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত পরিকল্পনা চলমান ছিল। সিনাই উপদ্বীপ, গাযা উপত্যকা, পশ্চিম তীর, পূর্ব জেরুসালেম ও

গোলান মালভূমি অধিগ্রহণের পরপরই ইসরায়েলের গৃহীত নীতিমালা এটাই প্রমাণ করে যে, তারা ঘটনাচক্রে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েনি; বরং এর জন্য তারা অধীর চিত্তে অপেক্ষায় ছিল।

ইসরায়েলের দাবি মোতাবেক তারা মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কিন্তু বাস্তবে ইসরায়েল কি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নাকি কোনো অগণতান্ত্রিক সত্তা? ইসরায়েলের অভ্যন্তরে ও অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে ফিলিস্তিনিদের (যাদের মোট সংখ্যা ইসরায়েলের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক) অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দ্বিতীয়ই সত্য প্রমাণিত হয়।

অষ্টম অধ্যায়ে অসলো চুক্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর প্রায় ২৫ বছর অতিবাহিত হয়েছে। চুক্তিটি কেন্দ্র করে অগণিত প্রতারণা সকলের সামনেই উপস্থিত। তাই এই প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, এটি কি ব্যর্থতায় পর্যবসিত কোনো শান্তিচুক্তি ছিল, নাকি দখলদারিত্বকে আরও দৃঢ় করার লক্ষ্যে কোনো ইসরায়েলি প্রচেষ্টা?

এখনও অনেকে বিশ্বাস করেন, গাযাবাসীর দুর্দশার জন্য দায়ী কেবল হামাসের সন্ত্রাসী আচরণ। গাযা উপত্যকা ও এই বানোয়াট কাহিনীর ক্ষেত্রেও পূর্বের অনুচ্ছেদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রয়োগ করা যেতে পারে। নবম অধ্যায়ে এই প্রোপাগান্ডার জবাব দেওয়া হয়েছে এবং গত শতাব্দীর সমাপ্তি থেকে গাযায় কী ঘটছে তার একটি ভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে।

'দ্বি-রাষ্ট্র নীতিই ভবিষ্যতের একমাত্র সমাধান'—এই মিথ দশম অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়। এই প্রস্তাবের সমালোচনা ও বিকল্প সমাধান উপস্থাপনকারী অসংখ্য গবেষক ও তাদের গবেষণাকর্ম আমাদের হাতে রয়েছে। সম্মিলিতভাবে এসব গবেষণাকর্ম ও গবেষকমণ্ডলী এই সর্বশেষ মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে সক্ষম।

বইটিতে পরিশিষ্ট হিসেবে একটি কালক্রমণিকা (Timeline) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা পাঠককে ঘটনাবলি অধিকতর গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সহায়তা করবে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই বইটি সাধারণ মানুষের অত্যন্ত জটিল মনে হওয়া কিছু বিষয়ের (কিছু বিষয় বাস্তবেই জটিল) একটি সহজ সংস্করণ। আশা করা যায়, নতুন ও অভিজ্ঞ উভয় প্রকার পাঠকের জন্যই বইটি একটি কার্যকরী হাতিয়ার হবে। বইটি ইসরায়েল-ফিলিস্তিন দ্বন্দ্বের অতীত ও বর্তমানের মৌলিক কিছু মতানৈক্য দূর করতে সহায়তা করবে। যত দিন এসব বিকৃতি ও প্রচলিত মিথকে প্রশ্নবিদ্ধ করা না

হবে, তত দিন সেগুলো ফিলিস্তিনে চলমান নিপীড়ক শাসনব্যবস্থা রক্ষা করে যাবে। এসব মিথ বাস্তবতা ও ঐতিহাসিক সত্য থেকে কতটা বিচ্যুত এবং সঠিক ইতিহাসের সংরক্ষণ কীভাবে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সংঘাত নিরসনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে—সর্বশেষ অনুসন্ধানের আলোকে সেটাই দেখানো হয়েছে। সর্বোপরি যারা নিজেদের সদা বিরাজমান ইসরায়েল-ফিলিস্তিন প্রসঙ্গের কোনো আলোচনায় খুজে ফেরেন, এই বইটি মূলত তাদের জন্যই।

প্রথম অধ্যায়

প্রোপাগান্ডা-১ : ফিলিস্তিন ছিল জনমানবহীন এক ভূখণ্ড

"ইসরায়েলিরা বলছে, আমাদের কোনো অস্তিত্বই নেই। কিন্তু আমরা সেখানে ছিলাম। সেখানে গ্রাম ছিল, ছিল শহর। ১৯৪৮-এর আগে একটি ফিলিস্তিনি সমাজ ছিল। নিঃসন্দেহে আমাদের অস্তিত্ব আছে।"

—এডওয়ার্ড সাইদ, ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত মার্কিন তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিজীবী

"পশ্চিমে 'ফিলিস্তিনের ইতিহাস' হিসেবে যা পড়ানো হয়, তা কেবলই ভূমির ইতিহাস। সেখানে ফিলিস্তিনের মানুষের ইতিহাস একেবারেই নগণ্য।"

—নুর মাসালহা, Palestine : A Four Thousand Year History

"ফিলিস্তিনে আরবদের উপস্থিতির ব্যাপারে জায়নবাদ অজ্ঞাত ছিল না।"

—ইসরায়েলি ইতিহাসবিদ জিভ স্টার্নহেল, The Founding Myths of Israel

আজকের পৃথিবীতে ইসরায়েল কিংবা ফিলিস্তিন নামে পরিচিত ভূখণ্ডটি প্রাচীন রোমান যুগ থেকেই প্রসিদ্ধ। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকবিদরা এ বিষয়ে একমত যে, প্রায় ৬০০০ বছর পূর্বে নব্যপ্রস্তর যুগের শেষদিকে ফিলিস্তিনে স্থায়ী বসতি গড়ে উঠেছিল। এটা তখনকার কথা, যখন ঐ অঞ্চলে ভূমধ্যসাগরীয় অর্থনীতির পত্তন ঘটেছিল।[২]

---

২. Thompson, Thomas L. (1992) The Early History of the Israelite People From the Written and Archaeological Sources (Leiden : Brill

তবে বাইবেলের বর্ণনাকে ইতিহাস হিসেবে গ্রহণকারী বনাম বাইবেলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকার করা ব্যক্তিদের মাঝে এ ভূখণ্ডের মর্যাদা ও সুদূর অতীতে এর অবস্থা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। এই বইয়ের পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে ফিলিস্তিনের প্রাক-রোমান ইতিহাসের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হবে। ইতিহাসবিদরা এ ব্যাপারে একমত যে সর্বপ্রথম এই অঞ্চলের নামকরণের কৃতিত্ব রোমানদের। তারা একে 'প্যালেস্টিনা' নাম দিয়েছিল। রোমান ও পরবর্তীকালে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ হিসেবে যথাক্রমে রোম ও কনস্ট্যান্টিনোপলের সমৃদ্ধির ওপর এর ভাগ্য নির্ভর করত।

কিছু ব্রিটিশ ইতিহাসবিদের দাবি অনুযায়ী, ১৯১৮ সালে ব্রিটিশরা যদি জোড়পূর্বক ফিলিস্তিনকে ম্যান্ডেটের অন্তর্ভুক্ত না করত, তা হলে ফিলিস্তিনের কোনো প্রশাসনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হত না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ফিলিস্তিন একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক সত্তা হিসেবে হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে নিজের যাত্রা ধরে রেখেছিল। এটি প্রথমে 'সিরিয়া প্যালেস্টিনা' (১৩৫-১৩৯ খ্রি.) নামে একটি যৌথ প্রদেশ হিসেবে রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তী সময়ে এটি বাইজেন্টাইন প্যালেস্টাইনের অংশ হিসেবে তিনটি প্রশাসনিক প্রদেশের কাঠামোতে পূর্বের সিরিয়া অংশ থেকে পৃথক প্রদেশে রূপ নেয়। প্রদেশ তিনটি ছিল : প্যালেস্টিনা প্রিমা বা প্যালেস্টিনা প্রথম, প্যালেস্টিনা সেকুন্ডা ও প্যালেস্টিনা সালুতারিস বা প্যালেস্টিনা তেরটিয়া। এ ছাড়া এ তিনটি প্রদেশ চতুর্থ শতাব্দীর শুরু থেকে সপ্তম শতাব্দীর প্রথমাংশ পর্যন্ত প্যালেস্টিনা প্রিমার কাছ থেকে 'একের ভেতর তিন' নীতিতে রাজনৈতিক, সামরিক ও ধর্মীয় সহায়তা পেত।[৩]

সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে ফিলিস্তিনের ইতিহাস আরব ও মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে যায়। ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে ইয়ারমুক যুদ্ধে পরাজয়ের মাধ্যমে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয়েছিল এবং ৬৩৭-৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর রা.-এর শাসনামলে সমগ্র ফিলিস্তিন ইসলামের ছায়াতলে আসে (মধ্যযুগে অল্প সময়ের জন্য ক্রুসেডাররা এর দখল নিয়েছিল)। মুসলিমদের নিকট মক্কা ও মদিনার পর পবিত্রতম স্থানটি (জেরুসালেম) এখানেই অবস্থিত। এ জন্য দেশটির উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণের বিভিন্ন মুসলিম সাম্রাজ্য ও সম্রাট

-(1999) The Bible in History : How Writers Create a Past (London : Jonathan Cape)

৩. Nur Masalha, Palestine : A Four Thousand Year History-এর অনুবাদ ফিলিস্তিন : ইতিহাসের চার হাজার বছর, অনুবাদ : সাঈদ ইসলাম, দিব্য প্রকাশ, অনুবাদ পৃ. ১২-১৩

একে নিয়ন্ত্রণের স্বপ্ন দেখতেন। উর্বর ভূমি ও কৌশলগত অবস্থানের পাশাপাশি এর অন্যান্য আকর্ষণও ছিল। অতীতের বিভিন্ন শাসনামলের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির ছাপ ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের বিভিন্ন অংশে আজও লক্ষ করা যায়।

এনলাইটমেন্ট যুগের প্রখ্যাত ইংরেজ ইতিহাসবেত্তা গিবন ১৭৭৬ সালের একটি লেখায় উল্লেখ করেন, ফোনেশিয়া ও ফিলিস্তিন চিরকালই মানুষের স্মৃতিতে জাগরূক থাকবে। গিবনের পর্যবেক্ষণে বেরিয়ে আসে রোমান, পার্শিয়ান ও আরবদের লক্ষ্যের কথা। ফিলিস্তিন ছিল তাদের অন্যতম লক্ষ্য। কারণ হিসেবে তিনি ফিলিস্তিনের সৌন্দর্য, সুন্দর নগরায়ণ ও বিশুদ্ধ বাতাসের কথা উল্লেখ করেন।[৪]

অ্যাডওয়ার্ড গিবন তার সবচেয়ে গুরুপূর্ণ রচনা 'দ্য ফি অব দ্য ডেলাইন অ্যান্ড ফল অব দ্য রোমান অ্যাম্পায়ার' (১৭৭৬ ও ১৭৮৮ সালে আট খণ্ডে প্রকাশিত)-এ বলেন, এখানকার বাসিন্দারা সুস্থ ও শক্তিশালী। এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাঝারি এবং এর জমিগুলো উর্বর।... ফিডিন ও জেরুসালেমের পবিত্র সম্পদগুলো ক্রোসেসের উচ্চাভিলাষ অথবা ক্রোসেসকে আকৃষ্ট করেছিল। মুসলিমরা একসময় ফিলিস্তিন সম্পর্কে একটি ভিন্নধর্মী ধারণা পোষণ করেছিল। তারা এই ভেবে ভয় পাচ্ছিল যে, ওমর রা. জেরুসালেমে গিয়ে সেখানকার মাটির উর্বরতা ও বাতাসের বিশুদ্ধতায় আকৃষ্ট হয়ে হয়তো কখনোই মদিনায় ফিরে আসবেন না।[৫]

সমসাময়িক কালের ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন সম্পর্কে জানতে উসমানীয় শাসনামল অধিক প্রাসঙ্গিক। ১৫১৭ সালে উসমানীয়রা এ অঞ্চলে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তী ৪০০ বছর ধরে একে উসমানীয় সুলতানরাই শাসন করেছেন এবং আজও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের ঐতিহ্য অনুভব করা যায়। ইসরায়েলের বিচারব্যবস্থা, ধর্মীয় আদালতের নথিপত্র (the sijjil), ভূমি রেজিস্ট্রি (the tapu) ও বহু আকর্ষণীয় স্থাপত্যকর্ম তাদের অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে উসমানীয়দের গৌরবময় উপস্থিতির জানান দিচ্ছে। তাদের আগমনের প্রাক্কালে অঞ্চলটি সুন্নি অধ্যুষিত ছিল। আরবিভাষী গুটিকয়েক শহর বাদ দিলে অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল গ্রাম্য। ইহুদিদের সংখ্যা ৫ শতাংশেরও কম ছিল এবং খ্রিস্টানরা ছিল ১০ থেকে ১৫ শতাংশ।

---

৪. গিবন রচনাবলি ১৮৩৮, প্রথম খণ্ড, পৃ-৪০ ও গিবন রচনাবলি ১৮৪০, পঞ্চম খণ্ড, পৃ-১৭৩
Nur Masalha, Palestine : A Four Thousand Year History-এর অনুবাদ ফিলিস্তিন : ইতিহাসের চার হাজার বছর, অনুবাদ : সাঈদ ইসলাম, দিব্য প্রকাশ, অনুবাদ পৃ. ১১

৫. Nur Masalha, Palestine : A Four Thousand Year History-এর অনুবাদ ফিলিস্তিন : ইতিহাসের চার হাজার বছর, অনুবাদ : সাঈদ ইসলাম, দিব্য প্রকাশ, অনুবাদ পৃ. ৯৫

জোনাথন মেন্ডেলের ভাষ্যে—জায়নবাদের উত্থানের পূর্বে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের সংখ্যা অজ্ঞাত হলেও ধারণা করা হয়, সেটা ২ থেকে ৫ শতাংশের মতো হতে পারে। উসমানীয় রেকর্ড অনুযায়ী ১৮৭৮ সালে আজকের ইসরায়েল-ফিলিস্তিনের মোট জনসংখ্যা ছিল ৪,৬২,৪৬৫ জন। এর মধ্যে ৪,০৩,৭৯৫ জন ছিল মুসলিম (৮৭%), ৪৩,৬৫৯ জন খ্রিস্টান (১০%) এবং অবশিষ্ট ১৫,০১১ জন ছিল ইহুদি(৩%)।[৬]

সে সময় বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ইহুদি সম্প্রদায়ের নিকট ফিলিস্তিনের মর্যাদা ছিল কেবলমাত্র বাইবেলে বর্ণিত পবিত্র ভূমি হিসেবে। ইহুদি ধর্মে তীর্থযাত্রার গুরুত্ব ইসলাম বা খ্রিস্টধর্মের মতো না হলেও অনেকের কাছে এটা অবশ্য পালনীয়। এ জন্য স্বল্পসংখ্যক ইহুদি 'তীর্থযাত্রী হিসেবে' এখানে আগমন করত। জায়নবাদের উত্থানের পূর্বে ধর্মীয় কারণে খ্রিস্টানরাই চাইত ইহুদিরা ফিলিস্তিনে স্থায়ীভাবে বসবাস করুক। এ বইয়ের একটি অধ্যায়ে এর আলোচনা এসেছে।

কিন্তু ইসরায়েলি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে উপরোল্লিখিত ফিলিস্তিনের ষোড়শ শতাব্দী পরবর্তী ইতিহাসের উসমানীয় আমল সম্পর্কে এই তথ্য পাওয়া যাবে না। সেখানে বলা হয়েছে—১৫১৭ সালে ফিলিস্তিন বিজয়ের পর উসমানীয়রা পুরো ভূখণ্ড চারটি অঞ্চলে ভাগ করে। এগুলো প্রশাসনিকভাবে দামেস্ক প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ইস্তাম্বুল থেকে শাসিত হত। উসমানীয় শাসনামলের শুরুতে সেখানে ১০০০ ইহুদি পরিবার বাস করত, যাদের অধিকাংশই ছিল জেরুসালেম, নাবলুস (শেখেম), হেব্রন, গাযা, সাফেদ (জাফাত) ও গ্যালিলির গ্রামগুলোর অধিবাসী। এরা ছিল মূলত প্রাচীনকাল থেকে ফিলিস্তিনে বসবাসরত ইহুদিদের বংশধর এবং উত্তর আফ্রিকা ও ইউরোপ থেকে আসা অভিবাসী। প্রশাসনিক দক্ষতার ফলে সুলতান সুলাইমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্টের মৃত্যুর (১৫৫৬) পূর্বে এই অঞ্চলের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে এবং ইহুদিদের অভিবাসন ত্বরান্বিত হয়। নবাগতদের কেউ কেউ জেরুসালেমে স্থায়ী হলেও অধিকাংশই সাফেদকে বেছে নিয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সেখানে ইহুদিদের সংখ্যা ১০,০০০ ছাড়িয়ে যায় এবং শহরটি টেক্সটাইল শিল্পের কেন্দ্রে পরিণত হয়।[৭]

---

৬. Jonathan Mendel, The Creation of Israeli Arabic : Political and Security Considerations in the Making of Arabic Language Studies in Israel, London : Palgrave Macmillan, 2014, p. 188.

৭. মিনিস্ট্রি অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট mfa.gov.il থেকে প্রাপ্ত।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ইসরায়েলের দৃষ্টিতে ষোড়শ শতাব্দীর ফিলিস্তিনে ইহুদিরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং এখানকার শহরগুলোতে বসবাসরত ইহুদি সম্প্রদায় সমগ্র অঞ্চলের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছিল। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে বিবৃত ইতিহাস অনুসারে পরবর্তী ঘটনাগুলো এরূপ—

দুর্বল হতে থাকা উসমানীয় শাসনে ফিলিস্তিন ব্যাপক অবজ্ঞার শিকার হতে থাকে। অষ্টাদশ শতকের শেষ নাগাদ এখানকার অধিকাংশ ভূমিই অ-স্থানীয় জমিদারদের মালিকানায় চলে যায় অথবা দরিদ্র কৃষক প্রজাদের কাছে ইজারা দেওয়া হয়। খাজনার পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে এবং অনিয়মিত হয়ে পড়ে। গ্যালিলির বন ও কার্মেল পর্বতাঞ্চল বৃক্ষশূন্য হয়ে পড়ে। আবাদী জমিগুলো জলা ও মরুভূমিতে পরিণত হয়।

এই গল্প অনুসারে ১৮০০ সাল নাগাদ ফিলিস্তিন একটি মরুভূমিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল এবং সেখানে বহিরাগত কৃষকরা কোনো এক বিচিত্র উপায়ে শুষ্ক জমিতে চাষাবাদ করত। এই জমির মালিকানাও তাদের ছিল না। কিন্তু ইসরায়েলের মতে—'ইহুদিপ্রধান এই উর্বর দ্বীপটি উসমানীয়রা বাইরে থেকে শাসন করত। উসমানীয়দের সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্প এই ভূমির উর্বরতা কেড়ে নিয়েছিল। প্রতিটি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে জমিগুলো আরও অনুর্বর হতে থাকে ও বৃক্ষ নিধন বাড়তে থাকে। আবাদী জমি মরুভূমিতে পরিণত হয়।' কোনো রাষ্ট্রের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এমন জঘন্য মিথ্যাচার চরম লজ্জাজনক।

পরিহাসের বিষয় হচ্ছে, এই বয়ানের নির্মাতারা এই বয়ান নির্মাণে ইসরায়েলি বিশেষজ্ঞদের ওপরই আস্থা রাখেনি। অধিকাংশ ইসরায়েলি বিশেষজ্ঞই এ ধরনের বক্তব্য মেনে নেওয়া বা এরকম বয়ান নির্মাণে সহায়তার ব্যাপারে দ্বিধাবোধ করবেন। তাদের মধ্য থেকে জনতত্ত্ববিদ (কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনসংখ্যার বৃদ্ধি, ঘনত্ব এবং এ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান নিয়ে গবেষণাকারী) ডেভিড গ্রসম্যান (একই নামের বিখ্যাত লেখক নন), অ্যামনোন কোহেন ও যোশুয়া বেন-আরিয়া এই বয়ানকে সফলভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। তাদের গবেষণাতেও এটা প্রমাণিত যে, মরুভূমি তো নয়ই; বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী ফিলিস্তিন ছিল এক সমৃদ্ধ মুসলিমপ্রধান আরব সমাজ। পাশাপাশি অঞ্চলটি ছিল গ্রামপ্রধান এবং একই সাথে বৈচিত্র্যময় শহরকেন্দ্রিক।

কিন্তু ইসরায়েলের পাঠ্যপুস্তক ও মিডিয়ায় নিজেদের তৈরি এই বিতর্কিত বানোয়াট বয়ানই প্রচার করা হয়। তুলনামূলক অখ্যাত কিন্তু শিক্ষাখাতে প্রভাবশালী স্কলাররা এ কাজের অন্যতম সহযোগী। এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল জেরুসালেমে